যায়যায়দিন

তারিখঃ ৩১/০১/২০২১ (পৃঃ ১৩)

■ ইমরান সিদ্দীকি

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১০২টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই পর্যন্ত ১০২টি উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। নতুন উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে ৯৫টি ইনব্রিড ও ৭টি হাইব্রিড। এ জাতগুলোর মধ্যে ৪৩টি জাত বোরো মৌসুমের জন্য আর ২৫টি জাত বোনা এবং রোপা আউশ মৌসুম উপযোগী। ৪৫টি জাত রোপা আমন মৌসুম উপযোগী। ১২টি জাত বোরো ও আউশ উভয় মৌসুম উপযোগী। একটির জাত বোরো, আউশ এবং রোপা আমন মৌসুম উপযোগী। এছাড়া আরো একটির জাত বোনা আমন মৌসুম উপযোগী।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ অজৈবঘাত সহনশীল যেমন লবণাক্ততা, বন্যা, খরা, শৈতপ্রবাহ ইত্যাদি সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। লবণাক্ততা সহনশীল বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬১ এবং ব্রি ধান৬৭ আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে- যা চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস মিটার এবং সম্পূর্ণ জীবনচক্রে ৬-৮ ডিএস মিটার লবণাক্ততা সহনশীল। তাছাড়া ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪ এবং ব্রি ধান৭৩ এই জাতগুলো আমন মৌসুমে প্রজনন পর্যায়ে ৮ ডিএস মিটার লবণাক্ততা সহনশীল। তিনটি বন্যা সহনশীল ধানের জাত যথা ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২ এবং ব্রি ধান৭৯ উদ্ভাবন করা হয়েছে- যা দুই-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যা সহনশীল। চারটি খরা সহনশীল আমন ধানের জাত যথা ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬৬, ব্রি ধান৭১ উদ্ভাবন করা হয়েছে যেগুলো বাংলাদেশের খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য খুবই উপযোগী। রোপা আমন মৌসুমের জন্য দুটি জিংকসমৃদ্ধ জাত ব্রি ধান৬২ এবং ব্রি ধান৭২ (স্বল্প জীবনকাল) উদ্ভাবন করা হয়েছে যেগুলো যথাক্রমে ২০ এবং ২২.৮ পিপিএম মাত্রার জিংকসমৃদ্ধ, বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান৬৪, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৪ উদ্ভাবন করা হয়েছে- যেগুলো যথাক্রমে ২৫.৫, ২৪.২, ২৭.৬ পিপিএম মাত্রার জিংকসমৃদ্ধ।

ব্রি ধান ৫০ যার জনপ্রিয় নাম বাংলামতি (বাসমতীর ন্যায়) এবং ব্রি ধান৬৩ (সরু বালামের ন্যায়), এই দুইটি প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্যের ধানের জাত অনুকূল বোরো মৌসুমের জন্য উপযোগী। আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ঘাত যেমন বন্যা, লবণাক্ততা, ঠান্ডা সহনশীল এবং রোগ প্রতিরোধী জিন প্রবেশ করিয়ে ঘাত সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করেছে। আধুনিক ধানের জাত যেমন বিআর১৭, বিআর১৮, বিআর১৯ হাওড় এলাকার বোরো মৌসুমের জন্য অধিক উপযোগী। তাছাড়া বিআর১৮, ব্রি ধান৩৬, ব্রি ধান ৫৫ এবং ব্রি ধান৬৯ চারা অবস্থায় ঠান্ডা সহনশীল হওয়ায় ঠান্ডাপ্রবণ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য উপযোগী। বিআর২১, বিআর২৪, ব্রি ধান২৭ এবং ব্রি ধান৬৫ বৃষ্টিবহুল এলাকায় বোনা আউশ হিসেবেচাষের উপযোগী।

বিআর২৬, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৫৫ এবং ব্রি ধান৮২ সাধারণ রোপা আউশ এলাকায় চাষের উপযোগী। রোপা আউশ মৌসুমের জাত ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান২৭ থেকে ১০ দিন আগাম এবং হেক্টরপ্রতি প্রায় ১ টন ফলন বেশি দেয়। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৫৫ আউশ মৌসুমে ৫.০ টন হেক্টরে ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান৮২ ন্যারিকা থেকে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত রোপা আউশ মৌসুমের স্বল্প জীবনকালীন ধানের জাত। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৮২ থেকে হেক্টরে ৪.৫-৫.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। ব্রি ধান৮২-এর জীবনকাল রোপা আউশ মৌসুমের ব্রি ধান৪৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন কম। এ জাতটির জীবনকাল স্বল্প মেয়াদি হওয়ায় রোপা আউশ মৌসুমে এ ধান আবাদ করার পর আমন ধান আবাদের সুযোগ তৈরি হবে।

ব্রি ধান২৭ বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে রোপা আউশ মৌসুমে চাষাবাদযোগ্য। রোপা আউশ মৌসুমের জনপ্রিয় উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত ব্রি ধান৪৮ যার ফলন ক্ষমতা ৫.৫ টন/হে. এবং গড় জীবনকাল ১১০ দিন। ব্রি ধান৮৫ রোপা আউশ মৌসুমে কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য উদ্ভাবিত জাত। এ জাতের ফলন ক্ষমতা ৪.৫-৫.৫ টন/হেক্টর। ব্রি ধান৮৫ কিছুটা জলাবদ্ধতা সহনশীল হওয়ায় এ জাতটি আউশ মৌসুমে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকাতে বিশেষত কুমিল্লা অঞ্চলসহ দেশের পূর্বাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য।

আলোক-সংবেদনশীল বিআর২২, বিআর২৩ এবং ব্রি ধান৪৬ নাবী রোপা আমন মৌসুমে বন্যার পানি চলে যাওয়ার পর এই জাতগুলো অধিক উপযোগী। রোপা আমন মৌসুমের অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জন্য ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৬ এবং ব্রি ধান৭৭ উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিআর২৫, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৭৫ জাতগুলোতে আলোক-সংবেদনশীলতা নেই। আলোক-সংবেদনশীলতা না থাকার জন্য এ জাতগুলো কৃষক তার ইচ্ছামতো যেদিন ফসল কাটতে ইচ্ছুক সেদিনেই তা পারেন। ব্রি ধান৭৫ রোপা আমন মৌসুমের উচ্চ ফলনশীল আগাম ধানের জাত এবং এর গড় ফলন ৫.০ টন হেক্টরে। ব্রি ধান৭৫-এর ভাত রান্না করলে হালকা সুগন্ধ পাওয়া যায়।

ইমরান সিদ্দীকি: কৃষি বিষয়ক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।